ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯০

সূচী

ধারাসমূহ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রয়োগ
২। সংজ্ঞা
৩। কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা
৪। কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী
৫। কর্তৃপক্ষের গঠন
৬। কর্তৃপক্ষের সভা
৭। কর্তৃপক্ষের সহিত বোর্ডের সম্পর্ক
৭ক। অন্যান্য উৎস হইতে কর্তৃপক্ষের বিদ্যুৎ ক্রয়ের ক্ষমতা
৮। কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সী
৯। তহবিল
১০। ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা
১১। বার্ষিক বাজেট বিবরণী
১২। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা
১৩। কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারী
১৪। বকেয়া পাওনা আদায়
১৫। কর্তৃপক্ষের জন্য জমি অধিগ্রহণ
১৬। প্রবেশ, ইত্যাদির ক্ষমতা
১৭। প্রতিবেদন
১৮। ক্ষমতা অর্পণ
১৯। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ
২০। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ জনসেবক বলিয়া গণ্য হইবেন
২১। সরকারের নির্দেশ
২১ক। কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ (undertaking) কোন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির নিকট হস্তান্তরের ক্ষমতা
২২। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা
২৩। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা
২৪। বোর্ডের সম্পদ, ইত্যাদি হস্তান্তর
২৫। অসুবিধা দূরীকরণ
২৬। রহিতকরণ ও হেফাজত

ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯০

১৯৯০ সনের ৩৬ নং আইন

[২৩ জুন, ১৯৯০]

ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু বৃহত্তর ঢাকা এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রয়োগ

১। (১) এই আইন ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা বৃহত্তর ঢাকা এলাকায় প্রযোজ্য হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ;

(খ) "চেয়ারম্যান" অর্থ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান;

[১][(গ) "বৃহত্তর ঢাকা এলাকা" অর্থ ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার সকল থানা, নারায়ণগঞ্জ জেলার বাকতাবালী ও আলীরটেক ইউনিয়ন ব্যতীত নারায়ণগঞ্জ থানা, ফতুল্লা থানা ও সিদ্ধিরগঞ্জ থানা এবং গাজীপুর জেলার টংগী পৌরসভা এবং সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত এলাকার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ঘোষিত তৎসন্নিহিত কোন এলাকা;]

(ঘ) "বোর্ড" অর্থ Bangladesh Water and Power Development Boards Order, 1972 (P.O. No. 59 of 1972) দ্বারা গঠিত বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড;

[২][* * *]

(চ) "সদস্য" অর্থ কর্তৃপক্ষের সদস্য।

কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা

৩। (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর যত শীঘ্র সম্ভব সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বৃহত্তর ঢাকা এলাকার জন্য ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করিবে।

---

[১] দফা (গ) ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ৬ নং আইন) এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[২] দফা (ঙ) ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ৬ নং আইন) এর ২ ধারাবলে বিলুপ্ত।

(২) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার এবং হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী

৪। কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :-

[১][(ক) বৃহত্তর ঢাকা এলাকায় বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ ও বিক্রয় এবং এতদ্‌সংক্রান্ত স্থাপনা ও ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণ;]

(খ) গ্রাহকদের নিকট বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সংগে সম্পর্কিত উন্নয়নমূলক কর্ম সম্পাদন এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রকৌশলগত প্রকল্প ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সরকারের অনুমোদনক্রমে উহার বাস্তবায়ন;

(গ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বৃহত্তর ঢাকা এলাকায় ১৩২ কেভি বিদ্যুৎ লাইন বা উপকেন্দ্র হইতে শুরু করিয়া নিম্নতর কেভি লাইন বা উপকেন্দ্র পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঘ) উপরি-উল্লিখিত কার্যাদির সম্পূরক ও প্রাসংগিক অন্যান্য কার্য সম্পাদন।

কর্তৃপক্ষের গঠন

৫। (১) একজন চেয়ারম্যান এবং অনধিক তিনজন সদস্য সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবে।

(২) চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহাদের চাকুরীর মেয়াদ ও শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন।

(৪) চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হইবেন এবং তাঁহারা বিধি দ্বারা বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্য সম্পাদন করিবেন।

কর্তৃপক্ষের সভা

৬। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষ উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষের সভার তারিখ, সময় ও স্থান চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) ন্যূনতম দুইজন সদস্য সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষের সভায় কোরাম গঠিত হইবে।

---

[১] দফা (ক) ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ২৪ নং আইন) এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

(৪) কর্তৃপক্ষের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন উহার চেয়ারম্যান এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক নির্দেশিত উহার কোন সদস্য।

(৫) শুধুমাত্র কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা কর্তৃপক্ষ গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে কর্তৃপক্ষের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না।

কর্তৃপক্ষের সহিত বোর্ডের সম্পর্ক

৭। (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ বোর্ডের নিকট হইতে থোক গ্রাহক হিসাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ পাইবে।

(২) কর্তৃপক্ষ বোর্ডের নিকট হইতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে এবং প্রয়োজনবোধে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ বিদ্যুৎ ক্রয় করিবে এবং উহা গ্রাহকের নিকট সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে বিক্রয় করিবে।

অন্যান্য উৎস হইতে কর্তৃপক্ষের বিদ্যুৎ ক্রয়ের ক্ষমতা

[১][**৭ক।** কর্তৃপক্ষ সরকারের সহিত সম্পাদিত চুক্তির অধীন স্থাপিত কোন উৎপাদনকারী ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট হইতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে ও অন্যান্য শর্তাধীনে বিদ্যুৎ ক্রয় করিতে পারিবে।]

কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সী

৮। কর্তৃপক্ষ Electricity Act, 1910 (Act No. IX of 1910) এর অধীন লাইসেন্সী (licensee) বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত এ্যাক্টের অধীন লাইসেন্সীর (licensee) যাবতীয় ক্ষমতার অধিকারী হইবে এবং দায়িত্ব পালন করিবে।

তহবিল

৯। (১) ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ তহবিল নামে কর্তৃপক্ষের একটি তহবিল থাকিবে।

(২) উক্ত তহবিলে নিম্নলিখিত অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মঞ্জুরী;

(খ) সরকার হইতে গৃহীত ঋণ;

(গ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত মঞ্জুরী;

(ঘ) কোন উৎস হইতে গৃহীত ঋণ বা প্রাপ্ত মঞ্জুরী;

(ঙ) বিদ্যুৎ বিক্রয়লব্ধ অর্থ;

(চ) অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত আয়।

(৩) উক্ত তহবিলের অর্থ কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা হইবে।

(৪) উক্ত তহবিল হইতে কর্তৃপক্ষের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

---

[১] ধারা ৭ক, ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ২৪ নং আইন) এর ৩ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা

১০। কর্তৃপক্ষ উহার কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজনে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে দেশ বা বিদেশের কোন উৎস হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

বার্ষিক বাজেট বিবরণী

১১। কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কর্তৃপক্ষের কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন উহার উল্লেখ থাকিবে।

হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা

১২। (১) কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান, কোন সদস্য, বা কর্তৃপক্ষের যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারী

১৩। কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা, পরামর্শদাতা, উপদেষ্টা ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাঁহাদের চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ কোন কর্মকর্তা বা অন্যান্য কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

বকেয়া পাওনা আদায়

১৪। বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য কর্তৃপক্ষের অনাদায়ী প্রাপ্য সরকারী দাবী (Public demand) হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

কর্তৃপক্ষের জন্য জমি অধিগ্রহণ

১৫। কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য কোন জমি প্রয়োজন হইলে উহা জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উহা The Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Act No. II of 1982) এর বিধান মোতাবেক হুকুম দখল বা অধিগ্রহণ করা যাইবে।

প্রবেশ, ইত্যাদির ক্ষমতা

১৬। (১) কর্তৃপক্ষের কোন প্রকল্প প্রস্তুত বা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হইলে চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য বা চেয়ারম্যানের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী-

(ক) কোন জায়গায় প্রবেশ করিতে এবং উহা জরীপ করিতে পারিবেন;

(খ) কোন জায়গা বা উহাতে অবস্থিত কোন কিছু থাকিলে উহা পরিদর্শন করিতে পারিবেন;

(গ) কোন জায়গা পরিমাপ করিতে, উহার সীমানা নির্ধারণ করিতে এবং উহার প্ল্যান এবং উহাতে অভীষ্ট কাজের প্রস্তাবিত লাইন তৈয়ার করিতে পারিবেন;

(ঘ) কোন জায়গায় চিহ্ন স্থাপন করিয়া বা গর্ত খুঁড়িয়া লেভেল, সীমানা বা লাইন চিহ্নিত করিতে পারিবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইলে কোন দণ্ডায়মান ফসল, গাছ অথবা জংগলের যে কোন অংশ কাটিয়া পরিষ্কার করিতে পারিবেন;

(ঙ) কোন জায়গায় গর্ত খুঁড়িয়া বা মাটি খনন করিয়া বিদ্যুৎ লাইনের জন্য খুঁটি স্থাপন করিতে বা বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য লাইন টানিতে বা ক্যাবল স্থাপন করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কমপক্ষে ৭২ ঘণ্টা পূর্বে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে কোন জায়গায় প্রবেশের ইচ্ছা প্রকাশ না করিয়া কোন ব্যক্তি উক্ত জায়গার দখলদারের বিনা অনুমতিতে উহাতে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন ব্যক্তি কোন জায়গায় প্রবেশ করিবার সময় ঐ জায়গাতে সম্ভাব্য সকল ক্ষতি বাবদ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন অথবা প্রদান করিবার প্রস্তাব করিবেন; এবং উক্তরূপ প্রদত্ত বা প্রস্তাবিত ক্ষতিপূরণের পর্যাপ্ততা সম্বন্ধে কোন আপত্তি থাকিলে তৎসম্পর্কে জেলা প্রশাসকের নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিতে হইবে এবং এই ব্যাপারে জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আবেদন উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন জায়গায় প্রবেশ বা উহাতে কিছু করার ব্যাপারে কোন বাধা সৃষ্টি করিবে না।

প্রতিবেদন

১৭। (১) প্রতি বৎসর ৩০শে জুনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ তৎকর্তৃক পূর্ববর্তী বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলীর খতিয়ান সম্বলিত একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার প্রয়োজনমত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে যে কোন সময় কর্তৃপক্ষের যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন এবং বিবরণী আহ্বান করিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

ক্ষমতা অর্পণ

১৮। কর্তৃপক্ষ, সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ দ্বারা, উহার ক্ষমতা, প্রয়োজনবোধে এবং তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, উহার চেয়ারম্যান বা অন্য কোন সদস্য বা উহার কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ

১৯। এই আইনের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাঁহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য কর্তৃপক্ষ, বা উহার চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য বা কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের বা রুজু করা যাইবে না।

চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ জনসেবক বলিয়া গণ্য হইবেন

২০। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ Penal Code (Act No. XLV of 1860) এর section 21 এর public servant (জনসেবক) অভিব্যক্তিটিও যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে public servant (জনসেবক) বলিয়া গণ্য হইবেন।

সরকারের নির্দেশ

২১। এই আইনের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনবোধে সরকার, সময় সময়, কর্তৃপক্ষকে সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ দিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করিবে।

কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ (undertaking) কোন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির নিকট হস্তান্তরের ক্ষমতা

[১]**[২১ক।** (১) এই আইনের অন্য কোন বিধানে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না না কেন, কর্তৃপক্ষ, জনস্বার্থে এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোন চুক্তির মাধ্যমে ইহার উদ্যোগে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীন নিবন্ধিত কোন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর, অতঃপর এই ধারায় কোম্পানী বলিয়া উল্লিখিত, নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ কোম্পানীর নিকট হস্তান্তরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষ বিলুপ্ত, অতঃপর এই ধারায় বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষ বলিয়া উল্লিখিত, হইবে এবং উক্তরূপ হস্তান্তর ও বিলুপ্তি সম্পর্কিত তথ্য সরকার, যথাশীঘ্র, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কর্তৃপক্ষ বিলুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে-

(ক) বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষের সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি, যথাক্রমে, কোম্পানীর ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোন মামলা বা সূচিত কোন আইনগত কার্যধারা কোম্পানী কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোন মামলা বা সূচিত কোন আইনগত কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে;

---

[১] ধারা ২১ক ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২২ নং আইন) এর ২ ধারাবলে সন্নিবেশিত যাহা (৩০ জুন, ২০০৮ তারিখে কার্যকর)।

(গ) বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী Surplus Public Servants Absorption Ordinance, 1985 (Ord. No. XXIV of 1985) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উদ্বৃত (surplus) কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন এবং তাহাদের ক্ষেত্রে উক্ত Ordinance এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে;

(ঘ) বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষের পেনশন ভোগরত কর্মকর্তা ও কর্মচারী বা, ক্ষেত্রমত, অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি ভোগরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯০ এর বিধানাবলী এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উক্ত কর্তৃপক্ষ বিলুপ্ত হয় নাই এবং তাহাদের ক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা পর্যন্ত, কর্তৃপক্ষের অধীন প্রাপ্য পেনশন, অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিসহ অন্যান্য পাওনা ও সুবিধাদি, যদি থাকে, অব্যাহত থাকিবে; এবং

(ঙ) দফা (ঘ) এর অধীন পেনশন, অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিসহ অন্যান্য পাওনা ও সুবিধাদি প্রাপ্তির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পেনশন ভোগরত কর্মকর্তা ও কর্মচারী বা, ক্ষেত্রমত, অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি ভোগরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সরকারের বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনে ন্যস্ত হইবেন এবং তাহাদের যাবতীয় পাওনা ও সুবিধাদি কোম্পানী পরিশোধ করিবে।

(৪) এই ধারার অধীন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ কোম্পানীর নিকট হস্তান্তরিত হইবার পূর্বে যদি কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃপক্ষের চাকুরী হইতে পদত্যাগ করেন বা অন্য কোনভাবে অব্যাহতি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার কোন পাওনা থাকিলে উহা কোম্পানী পরিশোধ করিবে।

(৫) উপ-ধারা (৩) এর দফা (ঙ) এবং উপ-ধারা (৪) এর অধীন পেনশন, অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিসহ অন্যান্য পাওনা ও সুবিধাদি প্রদান বা পরিশোধের ক্ষেত্রে কোম্পানী এমন কোন নীতি, পদ্ধতি বা বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে পারিবে না, যাহা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতি, পদ্ধতি বা বিধি-বিধান অপেক্ষা অসুবিধাজনক হয়।

(৬) এই ধারা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের কোন উদ্যোগ হস্তান্তর, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পাওনা পরিশোধ বা অন্য কোন বিষয়ে কোন অসুবিধা বা অসংগতি দেখা দিলে উহা দূরীকরণার্থ সরকার, আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।-এই ধারায় "উদ্যোগ" অর্থে কর্তৃপক্ষের সকল ব্যবসা, প্রকল্প, স্কীম, শেয়ার, সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, লাইসেন্স, কর্তৃত্ব এবং সুবিধাদি, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, রিজার্ভ ফান্ড, পেনশন ফান্ড, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বিনিয়োগ, জমা, দেনা এবং যে কোন দায় ও ঋণ অন্তর্ভুক্ত হইবে।]

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

২২। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

২৩। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশ বা ধারা ২২ এর অধীন প্রণীত কোন বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

বোর্ডের সম্পদ, ইত্যাদি হস্তান্তর

২৪। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা হইবার সংগে সংগে-

(ক) বৃহত্তর ঢাকা এলাকার গ্রাহকদের মধ্যে ১৩২ কেভি বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য স্থাপিত সকল বিদ্যুৎ লাইন, বিদ্যুৎ পোস্ট ও উপ-কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত হইবে;

(খ) বৃহত্তর ঢাকা এলাকায় বোর্ডের সকল বিদ্যুৎ গ্রাহকও কর্তৃপক্ষের গ্রাহক বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাঁহাদের নিকট হইতে বোর্ডের যাবতীয় পাওনা কর্তৃপক্ষের পাওনা বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) বৃহত্তর ঢাকা এলাকায় গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বোর্ডের সকল অনাদায়ী দায় কর্তৃপক্ষের দায় বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) বৃহত্তর ঢাকা এলাকায় গ্রাহকদের নিকট বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন মামলা বোর্ড কর্তৃক বা বোর্ডের বিরুদ্ধে দায়ের করা হইয়া থাকিলে উহা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঙ) বৃহত্তর ঢাকা এলাকায় গ্রাহকদের নিকট বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যে নিয়োজিত বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর চাকুরী কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত হইবে এবং তাঁহারা কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা বা কর্মচারী হইবেন এবং উক্ত হস্তান্তরের পূর্বে তাঁহারা যে শর্তে বোর্ডের চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে কর্তৃপক্ষের চাকুরীতে নিয়োজিত থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উপরোক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মধ্যে কেহ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে লিখিতভাবে কর্তৃপক্ষের অধীন চাকুরী না করিয়া বোর্ডের অধীন চাকুরী করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহার চাকুরী বোর্ডের নিকট হস্তান্তরিত হইবে এবং তাঁহার চাকুরী কোন সময়ই কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত হয় নাই বলিয়া গণ্য হইবে।

অসুবিধা দূরীকরণ

২৫। এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সরকার উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থে আদেশ দ্বারা প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

রহিতকরণ ও হেফাজত

২৬। (১) ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ১৯৯০ (অধ্যাদেশ নং ৬, ১৯৯০) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) অনুরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশ এর অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইন এর অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।